খাগড়াছড়িতে পিসিপি'র প্রচার টিমের ওপর জেএসএস সদস্যদের হামলা

গত ১৮ মে খাগড়াছড়িতে জেএসএস সদস্যরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রচার টিমের সদস্যদের বহনকারী একটি গাড়ির ওপর হামলা চালিয়েছে। এতে দুই সংগঠনের ৭ জন কর্মী ও গাড়ির এ্যাসিস্টেন্ট আহত হয়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

২০ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান মাইক দিয়ে প্রচার করার জন্য পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একটি যৌথ টিম গাড়িসহ বের হয়। তারা খাগড়াছড়ি বাজারের কাছে নারিকেল বাগান নামক স্থানে আসলে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকা জেএসএস এর সদস্যরা গাড়ি লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায় ও ড্রাইভারের সহকারী সুখী রঞ্জন ত্রিপুরাসহ মোট ৮ জন আহত হয়। এরা হলো পিসিপি সদস্য সুমেল চাকমা, রাসেল চাকমা, সন্তোষ চাকমা, অপু চাকমা, ভবতোষ চাকমা (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কনাত চাকমা ও জুই চাকমা।

ইউপিডিএফ এর আহ্বায়ক প্রসিত খীসা ঘটনার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি দেন। তিনি অবিলম্বে হামলার সাথে জড়িত জেএসএস সদস্যদের গ্রেফতার ও শাস্তি দেয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, এই হামলা আবারো প্রমাণ করেছে যে, সন্তু চক্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরোপুরি "রাজাকারের" ভূমিকা পালন করছে।

খাগড়াছড়িতে সন্তু বাহিনী ভূমি বেদখল বিরোধী পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছে

সরকার-মদদপুষ্ট সন্তু বাহিনী (আগে ছিল শান্তি বাহিনী) ২২মে খাগড়াছড়ির চেঙ্গী স্কোয়ারের দেয়ালে সাঁটা ইউপিডিএফ-এর ৭ জুন ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশের পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছে। এ সময় সন্তু বাহিনীর সদস্যরা মুখোশ পরিহিত ছিল। টহলরত পুলিশ এ সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক অব্যাহত ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ ৭ জুন খাগড়াছড়িতে এক মহাসমাবেশের ডাক দেয়। জনগণকে এই সমাবেশে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ইউপিডিএফ একটি পোস্টারও ছাপায় যা খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় লাগানো হয়। কিন্তু সরকার মদদপুষ্ট সন্তু বাহিনীর সদস্যরা খাগড়াছড়ির চেঙ্গী স্কোয়ারের দেয়ালে লাগানো পোস্টারগুলো ছিঁড়ে দিতে থাকে। এ ঘটনা জানতে পেরে উত্তেজিত জনতা তাদেরকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়।

দীঘিনালায় জেএসএস সদস্য কর্তৃক ১৫ পিসিপি কর্মি অপহৃত

দীঘিনালা প্রতিনিধি

সরকার-মদদপুষ্ট সন্তু বাহিনীর সদস্যরা দীঘিনালায় ২০মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৫ কর্মিকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্যরা খাগড়াছড়িতে তাদের সংগঠনের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে একটি জীপ গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। গাড়িটি বড়াদমে সন্তু বাহিনীর সদস্যদের আস্তানা থাকে ফিরেং ক্রসে পৌঁছলে আটকানো হয়।

পরে সন্তু সন্ত্রাসীরা বেছে বেছে ১৫ জন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মি ও সমর্থককে অস্ত্রের মুখে নিয়ে যায়। অপহৃতদের কয়েক জন হলেন মিতো চাকমা, সুমন চাকমা, দিপন চাকমা, সুশীল চাকমা, উজ্জীপন চাকমা ও সোনাধন চাকমা।

অপহরণকারী সন্তু বাহিনীর মূল হোতারা হলো ধর্মবীর চাকমা, প্রীতি চাকমা ও সাধন চাকমাসহ আরো কয়েকজন। অপহরণের সময় ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পুলিশ থাকলেও তারা ছিল নীরব।

অপহরণের দুদিন পর মুক্তিপণের বিনিময়ে শর্ত সাপেক্ষে জেএসএস তাদেরকে ছেড়ে দেয়। অপহৃতদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। মেয়েরাও এ থেকে বাদ যায় নি। জেএসএস সদস্যরা সীমা চাকমাকেও, ১৮, (পিতা রবিলাল চাকমা, গ্রাম বাবাইছড়ি মুখ) মারধর ও লাঞ্ছিত করে।

আত্মসমর্পণের পর থেকে সন্তু চক্র সরকারের কেনা গোলামে পরিণত হয়েছে। সরকারকে লাভবান করার জন্য সন্তু চক্র ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখেছে। সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থেকে তার লেলিয়ে দেয়া বাহিনী খুন, অপহরণ, জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ইত্যাদি করে বেড়াচ্ছে। তরুণ যুব সমাজকে নেশায় আসক্ত করছে।

অপরদিকে সন্তু লারমা আওয়ামী লীগ আমলে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য হরহামেশা গলা ফাটিয়ে চিৎকার, হুমকি ধমকি, রক্ত দেয়ার শপথ নিলেও কোন ধরনের আন্দোলনে যায়নি। বর্তমানে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আন্দোলনের হুমকি আর তার কণ্ঠ থেকে শোনা যায় না। কেবল মৃদু স্বরে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদের গদি টিকিয়ে রাখার জন্যই সন্তু বাবুকে এসব করতে হচ্ছে।

পিসিপি কর্মসূচীতে অংশ নেয়ায় মহালছড়িতে প্রহৃত ১৫

পিসিপি'র ২০ মে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচীতে অংশ নেয়ার কারণে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা মহালছড়িতে ১৫ ব্যক্তিকে মারধর করেছে।

গত ২৮ মে তারা ৭টি গ্রামের ১৫ জনকে তাদের আস্তানা-থাক্য মুবাছড়িতে ডেকে নিয়ে তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং পরবর্তীতে ইউপিডিএফ কিংবা তার সহযোগী সংগঠনের কর্মসূচিতে অংশ না নেয়ার জন্য হুমকি দেয়।

নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন, বাজেমছড়া গ্রামের সরল কার্বারী (৬৮), তহুমন চাকমা (৫৫), বাক্যা চাকমা (৩৪), সুখ সেন চাকমা (৩৪) ও বালা ডেখা চাকমা (৩৩); ভারতছড়ি গ্রামের বিজেন্দ্র বিজি কার্বারী (৫৫), সদাবান চাকমা (৪০), সেন চাকমা (২৬), মঙ্গল চাকমা (৪৫) ও শক্কর চাকমা (৪২) এবং বিমল কান্তি চাকমা, ৩৫ গ্রাম উত্তর ভেলাল ছড়ি, সাধন কুমার চাকমা (কার্বারী), ৩৮ গ্রাম কাবার পাড়া, মুরুতি চাকমা (কার্বারী), ৫৫ গ্রাম পাংকছড়া, জয় কৃষ্ণ চাকমা, ৪২ ইউপি মেম্বার গ্রাম কতুকছড়ি অফিস এবং শান্তি প্রিয় বাপ, ৫৫, হেডম্যান পাড়ার কার্বারী।

ইউপিডিএফ-এর মামলা হাতে না নিতে উকিলকে জেএসএস-এর হুমকি

গত ২৫মে সরকার-মদদপুষ্ট জনসংহতি সমিতির সদস্যরা এডভোকেট জ্ঞান জ্যোতি চাকমাকে হুমকি দিয়ে বলেছে তিনি যেন আটককৃত ইউপিডিএফ-এর নেতাকর্মীদের মামলা পরিচালনা না করেন। এছাড়া, খাগড়াছড়ি জেলে আটককৃত ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করার দায়ে তার কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা ও তার দুজন সহকারীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা জেএসএস সন্ত্রাসীরা দাবি করেছে। ৩১মের মধ্যে দিতে ব্যর্থ হলে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে।

জেএসএস সদস্যরা মহাজনপাড়ায় জ্ঞান জ্যোতি চাকমার বাসায় গিয়ে এই হুমকি দেয়।

খাগড়াছড়িতে জেএসএস কর্তৃক ড্রাইভার অপহৃত, মুক্তিপণ আদায়

সরকার-মদদপুষ্ট জেএসএস সদস্যরা ২৪ মে পিক আপ ভ্যান চালক পুণ্য মনি চাকমাকে (বয়স২৫, পিতা বীরলাল চাকমা) অপহরণ করে। তিনি খাগড়াছড়ির পেরাছড়ার ধর্মপুর গ্রামের বাসিন্দা। অপহরণের কারণ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রচারণায় তার গাড়িকে ভাড়া দেয়া।

জেএসএস সদস্যরা তাকে বেদম মারধর করে ও তার মুক্তির জন্য ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। পরে গাড়ির মালিক জনৈক প্রাক্তন জেএসএস সদস্য ২০ হাজার টাকা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

বোয়াল খালী বাজার বয়কটের নামে জেএসএস কি করছে?

তুজিম, বড়াদম দীঘিনালা থেকে

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা থানাধীন বোয়ালখালী বাজারে (বর্তমানে নতুন বাজার) যে সকল ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের জায়গা জমি রয়েছে তারা আজও ফিরে পাননি। বাজারটি তুলে না দেয়া পর্যন্ত এসব জায়গা জমি ফেরত পাওয়ার কথাও নয়। তাই জেএসএস ঐ বাজার বয়কটের ডাক দিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নিজেরা বয়কটের ডাক দিলেও জেএসএস এর লোকজন উক্ত বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকে। বাজারে তাদের রীতিমত আনাগোনাও চলছে। অথচ তাদের দেখাদেখি সাধারণ মানুষ কেউ ঐ বাজার থেকে কোন কিছু কিনলেই তার বিরুদ্ধে "শাস্তিমূলক ব্যবস্থা" গ্রহণ করা হচ্ছে। এটা কি ধরনের বিচার ও কি ধরনের বয়কট তা জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সাধারণ এলাকাবাসীর মতে আইন হলে তা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু জেএসএস সাধারণ মানুষের জন্য করে এক আইন ও নিজেদের জন্য আর এক আইন। এ জন্য এলাকাবাসী এখন জেএসএস এর উপর খুবই ক্ষুব্ধ।

কোন ব্যক্তি (জেএসএস ভিন্ন) বোয়াল খালী নতুন বাজার থেকে কোন জিনিস কেনার পর ধরা পড়লে কিংবা প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে জেএসএস-এর পক্ষ থেকে। ঐ বাজার থেকে কেনার অভিযোগে জেএসএস-মদদপুষ্ট দুই নম্বরী পিসিপি নেতা প্রীতি খীসা ৫ নং বাবুছড়া ইউপি মহিলা সদস্য মিসেস গোপা দেবী চাকমার ১০ ব্যাগ সিমেন্ট জব্দ করে। এর মধ্য থেকে ৬ ব্যাগ সিমেন্ট দিয়ে সে নিজস্ব বাড়ির কাজে ব্যবহার করে। বাকি ৪ ব্যাগ ও নগদ ১০০০ টাকা গ্রামবাসীর চাপাচাপিতে ফেরত দিতে সে বাধ্য হয়।

গত ২৭ এপ্রিল বাবুছড়া মোৱা বাজার এলাকার বাসিন্দা অরুণজ্যোতি চাকমার (পিতা লাংগো) কাছ থেকে ৩০ বস্তা চাল জব্দ করা হয়। এই জব্দ করা চালের ব্যাপারে জেএসএস দীঘিনালা থানা শাখার নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা এ বিষয়ে অবগত নয় বলে প্রথম দিকে জানায়। পরে চাপাচাপির পর তারা এই বলে আশ্বাস দেয় যে, খোঁজ খবর নিয়ে চালগুলো ফেরত প্রদান করা হবে। কিন্তু খবর পাওয়া গেছে যে, জব্দ করা মাত্রই চালগুলো জেএসএস-এর লোকজন নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। কোন চাল কিংবা তার বদলে টাকা মালিককে ফেরত দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে এখন খোদ জেএসএস-এর মধ্যে বাক বিতণ্ডা দেখা দেয়। কারণ জেএসএস-এর নেতৃত্ব অরুণজ্যোতি চাকমাকে চাল ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অথচ এদিকে সাধারণ কর্মীরা চালগুলো হজম করে ফেলেছে। ফলে জেএসএস এর নেতৃত্ব মনে করছে তারা কর্মীদের কারণে লোকজনের কাছে হেয় হয়ে গেছে।

জনগণের কথা হলো, বাজার বয়কট করলে সবাই করবে। জেএসএস-কেও করতে হবে। সবার জন্য এক নিয়ম হতে হবে। নিজেরা বয়কটের ডাক দেবে অথচ নিজেরাই তা লঙ্ঘন করলে কোন শাস্তি হবে না, অপরদিকে সাধারণ লোকজন কিছু কিনলেই মহা অপরাধ হয়ে যাবে ও তার জন্য শাস্তি দেয়া হবে, সেটা তো হতে পারে না। লোকজন এখন বলাবলি করছেন, জেএসএস এ রকম বলেই তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিষয়ক ইউরোপিয়ান মানবাধিকার সম্মেলনে প্রদত্ত জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক -যুক্তরাজ্য-এর বক্তব্য

*[গত ১৭ জুন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক-যুক্তরাজ্য-ও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন **শিবাশীষ রায়**। নিম্নে তার বক্তব্যের কিছু অংশ অনুবাদ করে ছাপা হলো:]*

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর দেশের প্রথম সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বতন্ত্র পরিচিতির কোন উল্লেখ করা হয়নি। বরং পাকিস্তান সংবিধানে প্রদত্ত "ট্রাইবাল এরিয়া"-র মর্যাদা লুপ্ত করা হয়।

রাজনৈতিক চিত্র ও শান্তিচুক্তি: বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সংঘাত চলে নব্বই দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। এরপর কয়েক দফা আলোচনার পর তাদের মধ্যে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও অন্যান্য ছাত্র কর্মিরা মনে করে যে, এই চুক্তিতে পাহাড়ি জনগণের মৌলিক দাবিগুলো পূরণ করা হয়নি। তারা ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) গঠন করে এবং পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদিবাসী জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, চুক্তিটির কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই এবং সংসদ এটা বাতিল করতে পারে।

সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালী পুনর্বাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। বেআইনী অভিবাসনের ফলে সৃষ্ট জনভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে অসংখ্য গণহত্যা, গণধর্ষণ, বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং পৈতৃক ভিটেবাড়ি থেকে আদিবাসী লোকজনদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ২০০১ সালে সেটেলারদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশ সরকার তা তাৎক্ষণিকভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে সত্য, কিন্তু চুক্তির প্রধান ধারাগুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ করা হয়নি এবং ভূমি কমিশন এখনো কার্যকরী হয়নি, যদিও চুক্তির প্রায় আট বছর পর এ মাসের প্রথম দিকে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আনুমানিক এক লাখ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েন রয়েছে। এই বিশাল সামরিক উপস্থিতির জন্য বছরে প্রায় ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করা হয়। এই টাকা কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও গঠনমূলক কর্মসূচীতে খরচ করা যেতো।

মানবাধিকার লঙ্ঘন: চুক্তি স্বাক্ষরের পরও আদিবাসী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। .... আদিবাসী নেতা, মানবাধিকার ও ছাত্র কর্মিদেরকে প্রতিনিয়ত হয়রানি, নির্যাতন ও মিথ্যা অভিযোগে অন্তরীণ রাখা হয়।

নিরাপত্তা বাহিনী ও সেটলার কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যা: উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলো ছাড়াও, ১৩টির অধিক বড় ধরনের গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৮০ সালের কাউখালি গণহত্যা, ১৯৮৯ সালে লংগদু গণহত্যা, ১৯৯২ সালে লোগাং গণহত্যা, ১৯৯৩ সালে নান্যাচর গণহত্যা উল্লেখযোগ্য। এইসব গণহত্যায় শত শত লোক প্রাণ হারায়, অত্যাচারিত হয়, ধর্ষিত হয় ও ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই গণহত্যাগুলোর কোনটিই যথাযথভাবে তদন্ত হয়নি বা তদন্ত হলেও রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। ... যে সব সামরিক অফিসার গণহত্যা ঘটিয়েছে তাদেরকে কেবল যে শাস্তি দেয়া হয়নি তা নয়, তাদেরকে উল্টো পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

কল্পনা চাকমার অপহরণ: ১৯৯৬ সালের ১১ জুন রাতে ২৩ বছর বয়সী মানবাধিকার কর্মি কল্পনা চাকমাকে (আসলে তিনি হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী-অনুবাদক) রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার লাল্যাঘোনা গ্রামের তার নিজ বাড়ি থেকে লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে এক দল সাদা পোষাকধারী সেনা সদস্য অপহরণ করেছিল। অনেক প্রতিবাদ ও তার ব্যাপারে তদন্ত করার দাবি সত্ত্বেও তাকে কোথায় রাখা হয়েছে তা এখনো অজানা রয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে প্রত্যাগত জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সংশ্লিষ্টতা: আপনারা জানেন, বাংলাদেশ সারা বিশ্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যতম বৃহৎ অংশগ্রহণকারী দেশ। এটা খুবই লজ্জাজনক যে, ফিরে আসা শান্তিরক্ষীরা নিজের দেশের সহ-নাগরিকদের উপর দমন পীড়ন চালাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, জানা গেছে যে ২০০৩ সালে মহালছড়ি ঘটনার সাথে যুক্ত লেঃ কঃ আব্দুল আওয়াল নামে একজন জোন কমান্ডার সিয়েরা লিয়োনে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব শেষ করে বাংলাদেশে ফিরেছিলেন।

ইসলামীকরণ: দেশের অমুসলিম নাগরিকদের সম্মতি ব্যতিরেকে ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করা হয়। যদিও সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও খোদ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ধর্মীয় স্বাধীনতার হরণ ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, বরং নিয়মিত ব্যাপার। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণও চলছে। সামরিক সূত্র অনুসারে, "বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কাছে একটি গোপন চিঠি প্রচার করেছে। এতে আত্মীকরণ ঘটানোর লক্ষ্যে পাহাড়ি নারীদের বিয়ে করতে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।"

সৌদি সরকারের অর্থে পরিচালিত আল রাবিতা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রধান ইসলামিক মিশনারী সংগঠন। সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট এই সংগঠনটির কাজ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ করা। জামাতে ইসলামী পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে থাকে। মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বেড়েছে - যেখানে ১৯৬১ সালে ৪০টি মসজিদ ও ২টি মাদ্রাসা সেখানে বর্তমানে এই সংখ্যা ৬ শ'এরও বেশী।

নতুন বসতিস্থাপন: যদিও সরকার বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, পুনরায় বসতিস্থাপন বন্ধ করা হবে, কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই ঘটছে। সম্প্রতি জানা গেছে যে, বাংলাদেশ সরকার কাচালং রিজার্ভ ফরেস্টের সাজেক এলাকায় ১০ হাজার পরিবারকে বসতি দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে আরো অনেক জুম্ম তাদের পৈতৃক জমি ও ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত হবে। অধিকন্তু, খাগড়াছড়ি জেলার বাঘাইছড়িতে একটি নতুন বিডিআর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হবে। এর ফলে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার উচ্ছেদ হবেন। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-অর্থায়িত ব্যবসায়িক প্লান্টেশন প্রজেক্টগুলোর কারণেও জুম্মরা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন। তাদেরকে কোন প্রকার পুনর্বাসন করা হয়নি, এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি।

১৯৯০ দশকের মধ্যভাগে যে সব জুম্ম শরণার্থী ভারত থেকে ফিরে এসেছিলেন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হয়নি। তাছাড়া, আভ্যন্তরীণ শরণার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত ৮২ হাজার জুম্ম পরিবার এখনো সরকারী সাহায্যের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

শেষে নিম্নলিখিত দাবিগুলো বাংলাদেশ সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য জেপিএন-কে এর পক্ষে আমি আপনাদের সবার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি: ১. শান্তিচুক্তির পূর্ণবাস্তবায়ন করা ২. সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন দেয়া, ৩. জেল থেকে মানবাধিকার ও ছাত্র কর্মিদের মুক্তি দেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ওপর তথা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর পরিচালিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা। ■